OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 243 - 249
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভগীরথ মিশ্রের ‘আড়কাঠি’ ও ‘মৃগয়া’ আখ্যানে জনজীবন ও সংস্কৃতি

রিঙ্কু দাস
এম.ফিল, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: dasrinku7559@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
West Midnapore, Rural Bengal, Mrigya, Aarkati, Vivid Depiction.

Abstract
Bhagirath Mishra, a renowned Bengali novelist, is acclaimed for his vivid depiction of rural Bengal and its complex socio-cultural structure. Mishra's narratives provide a profound examination of rural life in India, drawing inspiration from his background in West Midnapore and his involvement with local opera troupes. The author's literary compositions, such as Bhartiya Nilotra, Tashkar, Aarkati, Charanbhoomi, and the highly praised Mrigya, intricately depict India's socio-political development, emphasizing the challenges and perseverance of underprivileged groups. Mishra's storytelling is firmly rooted in traditional traditions, deliberately avoiding Western narrative approaches in Favor of local and native forms. His works transcend being ordinary narratives; they intricately weave together elements of folk culture, including rituals, beliefs, and superstitions that characterize rural existence. Mishra's literary journey helps to both save the cultural legacy of rural Bengal and scrutinize entrenched beliefs and societal concerns. His work serves as a painful portrayal of the intricate nature of rural Indian life, establishing him as a prominent figure in modern Bengali literature. Mishra's impact is rooted in his adeptness in expressing the intricacies of rural life, thereby serving as a crucial link between traditional and contemporary storytelling in Indian literature.

Discussion

পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত 'সাঁতরাপুর' গ্রামে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে একুশে ফেব্রুয়ারি সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রামে জন্ম হওয়ার সুবাদে একটা দুরন্ত শৈশব জীবন উপভোগ করেছেন। নিজের মতো করে ঘুরে বেড়াতেন। কিশোর অবস্থায় কখনো তিনি জঙ্গলে, কখনো বিভিন্ন পাড়ায় আবার কখনো নদীর ধারে সময় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর স্কুলজীবন শুরু হয় সাঁতরাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় 'মেট্যাল জনকল্যাণ শিক্ষাসদন' তারপর 'বেলদা গঙ্গাধর অ্যাকাডেমি' থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে, উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় 'আশুতোষ কলেজে' ভর্তি হন। তারপর 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে পড়াশোনা শেষ করে পেশা হিসাবে আমলার কাজকে বেছে নেন। সাতের দশক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত যে সমস্ত সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, ভগীরথ মিশ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন।

সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র কৈশোর থেকে ঘুরে ঘুরে জীবনকে উপভোগ করেছেন। সমস্ত জায়গাতেই তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। যৌবনে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পেশাদার অপেরা দলে 'যাত্রা' পালাগান করে বেড়িয়েছেন বাংলা-বিহার-ঝাড়খন্ড বিভিন্ন প্রান্তে। নাইট প্রতি তাঁর পারিশ্রমিক ছিল আট টাকা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন - মুখে পাউডার মাখলে আট টাকা ধার্য ছিল। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন –

> "কতদিন সবার অজান্তে একা একা চলে গিয়েছে জঙ্গলে। (সেখানে আমার গাঁয়ের বাগালেরা গরুর পাল নিয়ে যায় রোজ) তাদের সঙ্গে সারাবেলা কাটিয়ে সন্ধের মুখে যখন ফিরেছি, সারা বাড়ি জুড়ে ততক্ষণে সোরগোল পড়ে গেছে। গাঁয়ের সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় আমাকে খুঁজে দেখবার পর, ভিটের মধ্যেকার পুকুর গুলোতে জাল দেওয়া চলছে। যদি কোনও গতিকে জলে ডুবে গিয়ে থাকি আমি।"[১]

শুধু গ্রামে জন্ম নয় কিংবা গ্রামে থাকা নয় গ্রামের মানুষ, আদিবাসী মানুষ কিংবা সাধারণ মানুষের সঙ্গলাভ তাঁর কৈশোরকে করেছে সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধি তাঁর সাহিত্যিক জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। তাঁর 'চারণভূমি' (১৯৯৪), উপন্যাসে স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে, আখ্যানে দেখা যায় তিনি ভেড়া চারণদের সঙ্গে চলে যেতেন রাতেরবেলা এবং তাদের সঙ্গে রাত্রি কাটানোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সুবাদে জীবনের অনেকটা সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গের নানান স্থানে ঘোরার সুযোগ পেয়েছেন। আর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য জীবনে প্রভাব ফেলেছে। আর সেই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক স্বয়ং বলেছেন –

> "আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের মতো বিশাল গ্রামটিতে বসে গ্রামের গল্প না লিখলে লেখকের কলমশুদ্ধি হয় না।"[২]

স্বভাবতই ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্রের আখ্যানের মধ্যে লোককথা-উপকথা-লোকবিশ্বাস আগমন ঘটেছে স্বতঃসিদ্ধ ভঙ্গিদের এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্ণনারীতির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ওই আদল। বলাবাহুল্য গ্রামকেন্দ্রিক ভারতীয় জীবনের নাড়ীর যে স্পন্দন তা উপলব্ধ হয়ে থাকে।

ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্রের প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্গত নীলস্রোত' (১৯৯০), প্রকাশ হওয়ার পর এক এক করে তার আরো উপন্যাস প্রকাশ পেতে থাকে – 'তস্কর' (১৯৯২), 'আড়কাঠি' (১৯৯৩), 'চারণভূমি' (১৯৯৪), 'জানগুরু' (১৯৯৫), 'শিকড়ের ঘ্রাণ' (২০০১), ইত্যাদি। তাঁর দীর্ঘ উপন্যাস 'মৃগয়া' প্রকাশ হওয়ার পর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। আখ্যানটি আটটি পর্ব যথা- পীড়ন-পর্ব, দহন-পর্ব, খনন-পর্ব, লুণ্ঠন-পর্ব, মন্থন-পর্ব, ধর্ষণ-পর্ব, বপন-পর্ব, সর্জন-পর্ব ও দুশোআশিটি উপশিরোনামে বিন্যস্ত। আখ্যানটির মধ্যে বিচিত্র হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা ঔপন্যাসিকের জীবন অভিজ্ঞতা লব্ধ নানান ঘটনা-চরিত্র-প্রসঙ্গ। বিগত এক শতাব্দী ব্যাপী ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের শিল্পিত আখ্যান। গ্রাম ভারতের যে একটা ধ্রুপদী রূপ আছে, তা আখ্যানের উন্মেষ পর্বে ধরা পড়ে। উপন্যাসটির নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক বা দুর্বলের উপর সবলের শোষণ কিংবা শাসক-শোষকের দ্বন্দ্ব-ই যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সেই চিরন্তন সত্যে উপনীত হওয়াই যেন এই নামকরণে বিশেষ বার্তা দিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যায়। মানুষের মজ্জায় মিশে যাওয়া মৃগয়াবৃত্তি ও তার বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন লড়াই এই দ্বিবিধ দিক-ই আখ্যানের শিকড়ে গিয়ে উপলব্ধ হয়। মৃগয়া অখন্ডভাবে প্রকাশিত হয় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল– 'ফাঁসবদল' (২০০১), 'ঐন্দ্রজালিক' (২০১০), 'জাদুগর' (২০১৬), 'বাজিগর' (২০১৮), 'আসর' (২০২২) প্রভৃতি।

সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র ছোটগল্প রচনার সঙ্গে সঙ্গে আখ্যান রচনায়ও স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় বাস্তবতার পাশাপাশি অন্তর্বাস্তবতার বলয় গঠিত হতে দেখা যায়। আখ্যান নির্মাণে তিনি পাশ্চাত্য রীতিকে হুবহু অনুসরণ করলেন না, তাকে পাশ কাটিয়ে মূলত দেশজ, লোকজ ঘরানায় তাঁর উপন্যাসগুলি সমৃদ্ধ লাভ করতে থাকে। তাঁর আখ্যানে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। এবং তাঁর আখ্যানের বিশেষ দিক হল প্রতিবাদ প্রবণতা। তাঁর উপন্যাসে আমরা পাই যাবতীয় অর্থসামাজিক, রাজনৈতিক অসঙ্গতি ও ভ্রষ্টাচারের চিত্র, পাই বহুমুখী সংগ্রামে লিপ্ত শ্রমজীবী মানুষের কথা। তাঁর আখ্যানের বিষয়বস্তুতে ফুটে উঠেছে ডাইনি-ওঝা, ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবজ, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দাঙ্গা, খরা, বন্যা এবং গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের বিবর্তন। এছাড়াও তাঁর আখ্যানে ভিড় করেছে বিচিত্র জনমানুষ ও জনমানসের বিচিত্র গতিবিধি। তাঁর ছোটগল্পেও আদিবাসী, হরিজন, বাউরি ও নাপিত প্রভৃতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নব-নব চেতনায় উঠে এসেছে তাদের অসহায় চিত্র। তাঁর কথাসাহিত্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বিহারের অঞ্চলগুলি স্থান করে নিয়েছে। তাঁর সাহিত্যে সর্বদিক থেকে যারা প্রান্তিক, সকলেই উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক সম্পা রায় বলেন –

> "একই আর্থ-সামাজিক অবস্থানে থাকা একজন মানুষ অন্য মানুষের ওপর প্রতাপ-প্রভুত্ব দেখাতে থাকে। তাকে নানা ভাবে বঞ্চিত করতে থাকে, শোষণ-পীড়ন চালায় তার ওপর। এই জনসাধারণ পশুর নিয়মে যারা বাঁচে, প্রাকৃতিক নিয়মে যাদের জীবন চলে, দারিদ্রসীমায় কোন রেখাসূত্রে যাদের ধরা যায় না, পিছিয়ে পড়া কোনো শব্দসীমায়ও যাদের পরিমাপ অসম্ভব- সমাজের এমন মানুষদের নিয়েই ভগীরথ মিশ্র গড়ে তুলেছেন তাঁর ছোট গল্পের 'অন্যভুবন'।"[৩]

পশ্চিম মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম হওয়ার কারণে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পেরেছেন নিজের মতো করে। জন্মস্থানের কাছাকাছি জঙ্গল ও নদী থাকায় প্রকৃতির নানান রূপকে তিনি দুচোখে ভরে দেখে নিতে পেরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে থাকতে পেরেছিলেন অবলীলায়। মেলামেশার ক্ষেত্রে যেমন তাঁর কোনপ্রকার বাছবিচার ছিল না, তেমন ছিল না সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোন প্রকার বিধি-নিষেধ। মাঝিপাড়া বা আদিবাসী পাড়ার দিকে তাঁর অবাধ যাতাযাত ছিল। গ্রামীণ মানুষদের সঙ্গে এই যে সহজ মেলামেশা তাঁর সাহিত্য রচনাকে প্রভাবিত করেছিল।

বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অনেকেই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে মনোনিবেশ করেছেন কিংবা তুলে এনেছেন সেই অঞ্চলের মাটি ও মানুষকে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), যেমন রাঢ়বঙ্গকে বিশেষত বীরভূমকে তুলে এনেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২), বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ, অভিজিৎ সেন (১৯৪৫) তাঁর সাহিত্যে মালদহ ও দিনাজপুর। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮), দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, এবং সৈকত রক্ষিতের (১৯৫৪), সাহিত্যে পুরুলিয়ার পটভূমি ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে ভগীরথ মিশ্রের আখ্যানে স্থান করে নিয়েছে- বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বিহার। আঞ্চলিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষের জীবনের নানাদিককে তুলে ধরেছেন তাঁর আখ্যানে। তাঁর কথাসাহিত্যের ধারায় গ্রামজীবন এসেছে ভিন্নরূপে ও ভিন্নস্বাদে। কেবলমাত্র শহরকেন্দ্রিক নয়, গ্রামবাংলার মধ্যেও আছে জীবনের গুঢ় রূপ তিনি তা বিশ্বাস করেন। যে অঞ্চল বা যে জনজীবন মানুষের কাছে ছিল অজ্ঞাত, অনালোকিত; তাদেরকে পাঠকের সম্মুখে এনেছেন। তাঁর আখ্যানের পটভূমিকে এঁকেছেন বিশেষ কোনো অঞ্চল বা কাহিনীকে কেন্দ্র করে, কখনো কোন চরিত্রকে সৃজন করলেন ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্র করে। আবার কখনো বা সামগ্রিক লোকায়ত মানুষের পরিসরে সৃজিত হল বিশেষ চরিত্রবর্গ।

ভারতবর্ষ এক বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক দেশ। নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ আজ একমত যে 'আর্যরা' এদেশে আসার আগেই এদেশে কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল। 'অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে প্রথম কৃষিকার্য ও তদবলম্বনে সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে'।[৪] আর্যরা এদেশে আসার পরে কৃষিসভ্যতায় আরো গতিশীলতা এসেছিল। তবে বর্তমান আধুনিকতার যুগেও এই সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক দেশটিতে রয়েছে হাজার সমস্যা। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জনসংখ্যার বিপুলতা ইত্যাদি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হরেক কিসিমের সমস্যায় জর্জরিত আমাদের দেশ। এখানে মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের জন্য মারাত্মক সংগ্রাম করে। নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের আড়ালে পাহাড় – ডুংরি - জঙ্গলঘেরা গ্রামগুলিতে অন্ত্যজ সর্বহারা মানুষদের হাহাকার ছিল সর্বব্যাপী। গাছ-গাছালির অফুরন্ত ফলমূল, জমি-জায়গা ইত্যাদি সমস্ত কিছু থাকলেও তাতে তাদের কোন অধিকার ছিল না। জমিদার বা জোতদাররাই ছিলেন সেসবের মালিক। জমিদারদের 'বেগার' খাটা তাদের ধর্ম হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদের ফলে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষগুলির কিছুটা সুরাহা হলেও তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেল। অত্যাচারের রূপরেখা বদলাল। শোষণের স্থূলতা কমে গেল। আস্তে আস্তে গা-জোরের বদলে বুদ্ধির ঘরে ধোঁয়া দিয়ে, ভালোবাসার সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে অন্যভাবে শোষণ করতে শুরু করল একদল স্বার্থপর ধান্দাবাজ মানুষ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ নামক গ্রামে এই সমস্যাগুলি ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'মৃগয়া' ও 'আড়কাঠি' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। যদিও 'আড়কাঠি' উপন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংকটের কথা পাওয়া যায়। বিগত এক শতাব্দী জুড়ে বাংলা তথা ভারতের সামন্ততন্ত্রের রূপান্তর নিয়ে সমগ্র ভারতের গ্রামীণ সমাজ, তার প্রাচীন ঐতিহ্য, পুরাতত্ত্ব, সংস্কৃতি, কিংবদন্তি, সবকিছুই এসেছে 'মৃগয়া'-য়।

বাংলা উপন্যাসের সূচনা থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল পর্যন্ত বাংলা আখ্যানে লোকজীবনের উপস্থিতি অত্যন্ত সীমিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত পর্বে আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও লোকসমাজকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে লোকজীবন এবং এই লোকজীবনের সংস্কৃতি উপন্যাসে নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হতে শুরু করে। এরপর দিন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আখ্যানে নতুন ও অপরিচিত বিষয়ের চমক দেওয়ার জন্য গ্রাম্যজীবন ও লোকসংস্কৃতির উপর অধিক জোর দেওয়া হয়। ফলে গ্রামাঞ্চলের বিচিত্র মানুষ; তাদের বিচিত্র পেশা ও সংস্কৃতি, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের মধ্যে বেশি মাত্রায় ধরা পড়ে লোকজীবন ও তার উপাদানগুলি। এছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর আখ্যানেও লোকজীবনের উপাদান দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় –

> "দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোন নাগরিক-সমাজেই সম্পূর্ণভাবে লোকঐতিহ্য বর্জিত হতে পারে না, কারণ তার জন্মের সঙ্গে লোকসমাজের নাড়ির যোগ।"[৫]

এইভাবে বাংলা উপন্যাসেও লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির উপাদান গুলি জায়গা করে নিয়েছে। তবে প্রথম পর্বের বাংলা উপন্যাসে লোকজীবনের চিত্র সীমাবদ্ধতা ছিল। কেননা সেই সময়ের উপন্যাসগুলিতে মূলত নগরকেন্দ্রিক, উচ্চবিত্ত, অভিজাত, উচ্চ-মধ্যবিক্ত পরিবার গুলিকে কেন্দ্রকরে আবর্তিত। বাংলা উপন্যাসের সার্থক শ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-র আখ্যানেও লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণের আখ্যানে লোকজ উপাদানের ব্যবহার বাড়তে থাকে। তারপর জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি আশ্রিত স্বার্থক উপন্যাস তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় –

> "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলাদেশের জমিদারতন্ত্র ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র প্রতিফলিত, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উনিশ শতকে ব্রাহ্ম-সমাজ কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, উচ্চ-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটে উঠেছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মূলত: নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও কিছু অবস্থাপন্ন কৃষক-পরিবারের সুখ-দুঃখ, বিরহ মিলন, মান-অভিমানের কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে, তবে তারাশঙ্করে এসেই দেখা যাবে বাংলাদেশের প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ অবহেলিত নিষ্পেষিত গ্রামীণ মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যে মানুষ একান্ত ভাবে আঞ্চলিক, যুগ- যুগান্তরের অশিক্ষা কুসংস্কারের অন্ধকারে সম্পূর্ণ আদিম অনাবৃত চরমতম দারিদ্র্যের মাঝখানে বাঁচবার চেষ্টা করছে, তারাশঙ্কর সেই সব লোকজীবনের কিছু কিছু জীবন-সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তার কয়েকটি উপন্যাসে।"[৬]

সাতের দশকে ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্রের আখ্যানেও জনজীবন আশ্রিত লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনকে পটভূমি করে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি আখ্যানের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ঔপন্যাসিক স্বয়ং তাঁর 'জানগুরু' উপন্যাস লেখার প্রসঙ্গে বলেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "পশ্চিম মেদিনীপুর লালমাটি, শালবন, আদিবাসী অধ্যুষিত যে এলাকায় আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সবদিক থেকে পিছিয়ে থাকা সেই অঞ্চলে গ্রামীণ লোকাচার, অন্ধবিশ্বাস, আর কুসংস্কারের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। এলাকায় গাছে গাছে, পোড়া বাড়িতে, ঝোপে ঝাড়ে, জলাশয় থাকে শয়ে শয়ে ভূত-প্রেত, কুঁদরা, ডাইন, ঝাঁপড়া...।"[৭]

সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্রের কেবলমাত্র 'জানগুরু' উপন্যাসের মধ্যে এগুলি এসেছে এমন নয়, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে এই বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস 'মৃগয়া' ও 'আড়কাঠি'-তে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ফলে ভারতবর্ষ নামক গ্রামের জনজীবন দুঃখ-কষ্টের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বাঁকুড়াকে আখ্যানের পটভূমি করে গজাশিমূল গ্রামের বসু-শবরদের জীবনকাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের লৌকিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এছাড়াও তাঁর 'মৃগয়া' আখ্যানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে রয়েছে বিশ্বাস-সংস্কারের নানাবিধ দিক, এসেছে ওঝা-গুণিন সমাজ, আরও এসেছে কৃষ্টি সংস্কৃতি। এককথায় বলা যায় তাঁর আখ্যানে লোকজ উপাদানের বিচিত্র সম্ভার পরিলক্ষিত হয়। কোন জনগোষ্ঠীর প্রকৃত পরিচয় হিসেবে সেই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ইতিহাস ও ব্যাখ্যাও উঠে আসে। সংস্কৃতির উপকরণ হিসেবে তাঁর আখ্যানে পরিলক্ষিত হয়- লোকবিশ্বাস, সংস্কার, লোককথা, গান, ছড়া, প্রবাদ। এক কথায় বলা যায়, তাঁর উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির বিবিধ দিকগুলো পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। লোকজ উপাদানের বিভিন্ন উপকরণ কিভাবে তাঁর আখ্যানে ঘুরে ফিরে এসেছে তার বিস্তারিত দিকগুলি আলোচনা দাবি রাখে।

বস্তু বা বিষয়গুণের ধারণা থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। বস্তু-বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে প্রতীতি যখন সত্য ও বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তখন তা বিশ্বাসের অঙ্গ হয়েও 'জ্ঞান' নামে অভিহিত। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু, ভাব, বিষয় বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক আস্থা স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে তখন এই এক একটি অন্ধ-বিশ্বাসের জন্ম হয়। অশিক্ষিত মনেই এরূপ বিশ্বাসের ধারক। লোকবিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে এগুলি মনের গভীরে স্থান পায়। আচরণ সিদ্ধ, প্রথাবদ্ধ বিশ্বাসের এই স্তরকে আমরা সংস্কার বলি। ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্রের বিবিধ আখ্যানে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তেমনি তাঁর অনেক উপন্যাসে নানান কুসংস্কারেরও দৃষ্টান্ত মেলে। তাছাড়া তাঁর আখ্যানে নানা রকম প্রথা, মিথ-পুরান নানা বিষয় উঠে আসে। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে লোকবিশ্বাস বা সংস্কারের ব্যবহারিক প্রয়োগ হল আচার অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। বিশ্বাস ও সংস্কার এই বিষয়গুলি মানুষের মননির্ভর।

ভগীরথ মিশ্র তাঁর আখ্যানে রাঢ়-বঙ্গের মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারগুলি তুলে ধরেছেন। এই বিশ্বাস-সংস্কারগুলি রাঢ় বঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি সমগ্র বাংলার মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সমগ্র কৃষকসমাজের কাছে জমি ও ধান অমূল্য সম্পদ। আর এই ধান চাষের শুরু থেকে খামারে ধান তোলা পর্যন্ত কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার-প্রথা পালন করে। আর এই সংস্কারগুলি লোকসমাজে পালন হয়ে আসছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। বাংলা সাহিত্যের ধারায়ও দেখা যায় প্রাচীনযুগের সাহিত্য থেকে একেবারে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায়ও সংস্কারগুলি যথাক্রমে জায়গা করে নিয়েছে। ঔপন্যাসিক তাঁর 'মৃগয়া'-তে দেখিয়েছেন গাছে ধান পাকলে জমিদার থেকে শুরু করে সমস্ত কৃষকরা শতব্যস্ত হয়ে উঠলেও, সংস্কার পালন করতে ভুলে যায়নি তার চিত্র –

> "প্রতি বেহস্পতিবার রাতে, ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে সারা ঘর কামিন দিয়ে নিকানো করাচ্ছে। মেঝের ওপর পিটুলি জল দিয়ে মা-লক্ষ্মীর পা আঁকছে, ধানের গোলা থেকে ঠাকুর ঘর অবধি, পা'গুলি সব ঘরের মধ্যে ঢুকছে, বেরোয়নি একটাও।"[৮]

বাস্তবিক রাঢ়ভূমির প্রত্যেক বাচ্চাও জানে অঘ্রাণ-পৌষ মাসে চাষীদের বাড়িতে মা-লক্ষ্মীর পূজা হয়। ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য মূলত এই পূজা। এই পূজায় পিটুলি দিয়ে মা-লক্ষ্মীর পা আকার সংস্কার আজও মানুষের ঘরে ঘরে পালিত হয়। আশ্বিন মাসের শেষ দিনে বাংলার চাষীরা নল-সংক্রান্তি পালন করে, কারণ তাদের বিশ্বাস কেঁউ গাছের নল পূজাপাঠ করে ভোরে- 'ওল, ধান-ফোল, মাহাদেবের বোল, হরি বোল'। বোল তুলতে তুলতে ধানের জমিতে পুঁতে দিলে ধানের বুকে ক্ষীর জমবে, ধানগুলি পুষ্ট হবে, ফলন হবে দ্বিগুণ। এই সংক্রান্তি পালন করার জন্য অনেক উপকরণ প্রয়োজন যেমন- কাঁচা হলুদ, কেউ,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নুন প্রভৃতি।[৯] সমাজে ভালো সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কু-সংস্কার প্রচলিত আছে, আখ্যানে তা স্পষ্ট উল্লেখিত আছে। মানুষ দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মোরগ বলি দিচ্ছে – 'শালকাঁকির ডাঙায় ভরদুপুরে জমে উঠেছিল 'ভাসুর-বুয়াসিনির' পূজা ঝটপট মোরগ বলি দিচ্ছিল সুদাম বাগদি। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল মোরগের গলা দিয়ে'।[১০] বহু প্রাচীনকাল থেকে সমাজে 'বলিদান' প্রথা চলে আসছে। মানুষ বিজ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন হলেও এখনও গ্রামে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজাতে পশুবলি হয়ে থাকে। এছাড়াও রাঢ়ের মানুষ চৈত্র মাসে বৃষ্টির জন্য ধর্মরাজের পূজা করে। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে মানুষ শয়ে শয়ে মোরগ বলি দেয় বৃষ্টির প্রার্থনায় এবং আখ্যানে দেখা যায় 'রটন্তী কালির' পূজা করে পাঠাবলি দিতে। সমগ্র আখ্যান জুড়ে একাধিক বিধবা চরিত্র অঙ্কন করেছেন ভগীরথ মিশ্র। এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বিধবাদের সমাজে কিভাবে খ্যাদ্যারীতি প্রচলিত ছিল তা খুব সুন্দরভাবে বোঝা যায়। একাদশী পিসি ছিল বাল্যবিধবা, সিংহগড়ে আশ্রয় পেয়েছিল। কনকপ্রভা সদ্য বিধবা হয়েছে। এদের খাদ্য সামগ্রীতে মাছ মাংস থাকত না বেশিরভাগ দিন নিরামিষ খাবার খেতে হত। সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস পালন করত।

মানুষের মধ্যে যেমন ভালো বিশ্বাস বা সংস্কার আছে, তেমনি তার মধ্যে অনেক কু-সংস্কারও মনের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। ঔপন্যাসিক তাঁর আখ্যানে দেখিয়েছেন মানুষের মনে কু-সংস্কার কীভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে মনের মধ্যে। মানুষ ওঝা, গুণিন, তন্ত্রসাধনা ইত্যাদি বিশ্বাস করে। 'আড়কাঠি' আখ্যানে দেখা যায় গজাশিমুল দলের সঙ্গে একজন গুণিন থাকে সে মন্তর পড়ে আসর বন্ধ করে – 'দলের সঙ্গে একজন গুণিনও এসেছে। রাজীবের ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু দশরথ ভক্তা সাবেক কালের লোক। বলে, উই দূরদেশে গিয়ে আসর সাজাবে তুমরা গুণিন না হইলে চলে, আসর বন্ধ করবেক কে? মন্তর পইড়ে আসর বন্ধ না কইরলে, যদি কুনো বিভ্রাট ঘটায় উ দেশের কুনো গু-খাবা-বিদ্যা জানা লোক! সবকটার মুহে রক্ত উঠব্যেক নাই?'[১১] আখ্যানে দেখা যায় রাজীব আধুনিক কালের মানুষ তাই এসব মন্ত্র-তন্ত্রের উপর তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু পুরানো কালের মানুষদের মনে এই কুসংস্কার গুলি মনের গভীরে জায়গা করে নিয়েছে। 'মৃগয়া'-তে দেখা যায় বাঁশি বাউরির বাপ কুঞ্জ বাউরি জাত-গুণিন। তার বাপ মতিলাল বাউরি সে ছিল আরো বড় গুণিন। বংশ পরম্পরায় মতিলালের কিছু গুণ কুঞ্জ পেয়ে সে গুণিন হয়েছে। কুঞ্জ বাউরি যে ভূতকে 'পুঙ্করা ভূত' বলে এবং ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করে। সখা বাউরি সেই ভূতকে বলে 'চুড়কিন ভূত' বলে এবং এর বজ্জাতি সবার উপরে। পুয়াতি মেয়ে মরলে এই ভূত হয়। জটাধর তুঙ্গ এককালে এলাকার নামকরা গুণিন ছিল। তেল মন্ত্রতা, জল মন্ত্রতা, ভূত নামাতে, বাণ মারত, জড়িবুটি, মাদুলিকবচ দিত, আর খড়ি পেতে চোর ধরত। বয়সকালে তার হাজার কীর্তির কথা এখনও অবধি রাঢ়ের আকাশে-বাতাসে কান পাতলেই শোনা যায়।[১২] রাঢ় ভূমির মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার প্রচারিত ছিল। ভগীরথ মিশ্র তাঁর আখ্যানে রাঢ় বাংলার সমাজ সংস্কৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে ভালো খারাপ সমস্ত সংস্কারগুলি কীভাবে মানুষের মনের স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে তা দেখিয়েছেন।

> "প্রতিদিন সকালে তিনটি কাককে খাওয়ালে বাঁজা মেয়ের পেটেও বাচ্চা আসবে। রাঢ় ভূমির মানুষ বিশ্বাস করে তাই রোজ সকালে ত্রিলোচন দাস কাককে ডেকে ডেকে খায়াচ্ছেন।"[১৩]

লোকসমাজে উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার পালিত হয়। আখ্যানে বর্ণিত 'কপিলেশ্বরের মন্দিরে' শিবের গাজন মেলা বসেছে। আর এই গাজন উৎসবকে নিয়ে অনেক সংস্কার প্রচলিত আছে – 'ভক্তরা উপোস করে রয়েছে দিনভর। পরনে হলুদ বসন। হাতে বেতের ছড়ি। গলায় শালফুলের মালা ও মুকুট। কারও কারও গলায় পাকানো বেতের মালা। চারপাশের গাঁ থেকে মাথায় মালসা নিয়ে আসছিল অনেকে, মালসার মধ্যে ধিকধিক জ্বলছিল শালকাঠের আগুন।'[১৪] এই সংস্কারগুলি পালন করে ভক্তরা। দন্ডী কেটে কেটে মানুষ আসে এই কপিলেশ্বরের মন্দিরে গাজর মেলাতে। গাজনের শেষে এক পবিত্র জল বিতরণ হয়, যা নেওয়ার জন্য বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। মানুষের বিশ্বাস এই জল নাকি হাজার রোগের ঔষধ। আবার 'মৃগয়াতে' দেখা যায় সখা বাউরিকে, যার আসল নাম ছিদাম বাউরি। সে ডাইন ধরার ওঝা। গ্রামের মানুষ সখা কিংবা 'জানগুরু' বলে। ছিদাম বাউরি দীর্ঘদিন ধরে সখার কাজ করছে। সে ভূত ছাড়ায় না, সাপ ধরে না, সে শুধু ঘড়ি পেতে ডাইনের হাল-হদিস বলে দেয়। সে ডাইন খোঁজার 'জানগুরু'। তারই রায়ের ভিত্তিতে রাঢ় বাংলার হাজার মেয়ে প্রাণ হারিয়েছে। আরও এক জানগুরুর প্রসঙ্গ পাওয়া যায় –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 249
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মাতঙ্গ বাউরি শাল পাতায় লিখন পড়ে, ভেবে-বুঝে রায় দেয়, ডাইনই খাচ্ছে। শালকাঁকিরাই মেয়া সে। যুবতী ভাতার ছাড়ি।"[১৫]

সন্ধ্যায় বাউরি পাড়ায় মিটিং বসে, সেই মিটিংয়ে অগ্নিকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে নানভাবে অপমান করতে থাকে। সমাজে উঁচুতলার ছেলে হয়ে সুকুমার বিয়ে করেছে ছুতরের মেয়েকে তাই জাত, ধর্ম, বর্ণ নিয়ে সবাই সুকুমারকে অপমান করতে থাকে। অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থায় কুসংস্কারগুলি মানুষের মনের মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছে। একেবারে কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা কখনও সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ভগীরথ মিশ্র তাঁর মহাকাব্যিক আখ্যন 'মৃগয়া'-তে বলেন –

> "ধর্ম, সংস্কার, এগুলো মানুষের বুকের মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে যুগ যুগ ধরে। মানুষের বিশ্বাসে, সংস্কারে এমন ভাবে মিশে রয়েছে, কোনও চিমটে দিয়ে ওগুলোকে তুলে ফেলা বুঝি অসম্ভব। অলৌকিকতার প্রতি মানুষের এমনই চোরা টান! আসলে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই তো লুকিয়ে রয়েছে সেই অলৌকিকতার বীজ।"[১৬]

মানুষ বহু প্রাচীনকাল থেকে সমাজের প্রচলিত সংস্কারগুলিকে বহন করে চলছে। মানুষ চাইলেও এই সংস্কারগুলিকে পুরোপুরি বর্জন করতে পারবে না। কারণ এই সংস্কারগুলি মানুষদের জন্মকাল থেকে মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। কিন্তু কু-সংস্কারগুলিকে বর্জন করতে হবে। কারণ কু-সংস্কারগুলি মানব সমাজের ক্ষতি করে। সমাজকে অন্ধকারছন্ন জগতের দিকে ঠেলে দেয়।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুনকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৬০৬
২. মজুমদার, সমীরণ (সম্পাদিত), অমৃতলোক, বইমেলা, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩০৫
৩. কর্মকার, লক্ষণ, সৃজন, কুশপাতা, ঘাটাল, ২০১৯, পৃ. ৪৩
৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃ. ১৩
৫. ঘোষ, অদীপ কুমার, বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক ঐতিহ্যের প্রভাব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৩
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ, বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১০১
৭. মুখোপাধ্যায়, অরুনকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৬০৮
৮. মিশ্র, ভগীরথ, মৃগয়া, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৩২৫
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯
১১. মিশ্র, ভগীরথ, আড়কাঠি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬
১২. মিশ্র, ভগীরথ, মৃগয়া, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৬৮৫
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৭
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৯
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৮
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪৫